পুনর্বাসন পুস্তিকা

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ সরকার দেশের দ্রুত ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বর্ধিষ্ণু বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমানে নতুন বিদ্যুতকেন্দ্র এবং বৈদ্যুতিক গ্রিড সাবস্টেশন স্থাপনের, পুরনো গ্রিডের ক্ষমতা বৃদ্ধি (মেরামত বা রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে) অথবা নতুন গ্রিড স্থাপন এবং জাতীয় গ্রিডের সাথে তাদের সংযুক্তির আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (PSMP) ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ বিদ্যুতের আনুমানিক চাহিদা হবে ১২,৫০০ মেগাওয়াট এবং এই বিশাল আনুমানিক চাহিদা মিটানোর জন্য সারা দেশব্যাপী নতুন ২৩০/১৩২ কেভি ও ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন স্থাপন, নতুন গ্রিড লাইন বসানো এবং/অথবা বর্তমানের লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার রুরাল ইলেক্ট্রিসিটি ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন (T&D) প্রোজেক্ট এর অধীনে বিশ্ব ব্যাংক এর সহায়তায় পরিচালিত " Enhancement of Capacity of Grid Substations and Transmission Lines for Rural Electrification "(ECGSTLP) প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (PGCB) এর উপর আস্থা রেখেছে। এই রচনাটি বাংলাদেশ সরকারের পলিসি এবং বিশ্ব ব্যাংক এর OP 4.12 অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার বর্ণনাঃ

ঢাকা শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে কেরানীগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। কেরানীগঞ্জ উপজেলার আয়তন ১৬৬.৮৭ বর্গকিলোমিটার যেটি সাভার উপজেলা, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, কামরাঙ্গীরচর, লালবাগ, কোতোয়ালী ও উত্তরপূর্ব সূত্রাপুর থানা, শ্যামপুর থানা, সিরাজদিখান উপজেলা, নবাবগঞ্জ উপজেলা এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। এখানে বুড়িগঙ্গা এবং ধলেশ্বরী দুটি প্রধান নদী রয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর উপর দিয়ে দুটি ব্রিজের (বুড়িগঙ্গা সেতু-২ এবং বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু যা বুড়িগঙ্গা সেতু-১ নামেও পরিচিত) মাধ্যমে কেরানীগঞ্জ ঢাকা মহানগরের সাথে সংযুক্ত। নিকটবর্তী ভবিষ্যতে রাজধানীর বর্ধিতাংশের স্থান সংকুলানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা পৌরসভার সাথে কেরানীগঞ্জ এর একত্রিকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই এলাকার প্রধান ফসল হলো পাট, গম, আলু, পেঁয়াজ ও তৈলবীজ। এই উপজেলার সকল ইউনিয়ন গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের আওতাধীন, তারপরেও স্বল্প সংখ্যক (২০%) বাড়িতে বিদ্যুত সংযোগ নেই। কেরানীগঞ্জ সাবস্টেশনের জন্য নির্ধারিত জায়গাটি বলসতা মৌজায় অবস্থিত। এই জায়গাটির পরিমাণ ৩ একর জমি। মূল রাস্তার ডান পাশেই এটির অবস্থান এবং এটি মূলত পতিত জমি। গবেষণামূলক পরিদর্শনের সময়ে সেখানে নেপিয়ার ঘাস এবং তিল ছিল। এর আশেপাশে চাষকৃত তিল বীজ এবং ভুট্টাখেত ছিল। চিহ্নিত সাবস্টেশন এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ডোবা রয়েছে। বর্ষার মৌসুমে প্রকল্প এলাকাটি পানিতে ডুবে থাকে। প্রস্তাবিত স্থানের ২০০-২৫০ গজ দূরে কিছু বাড়ি-ঘর রয়েছে এবং এই বাড়িগুলোর কাছে একটি বিদ্যুতের টাওয়ার রয়েছে। প্রকল্প এলাকার জমিটি ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভূক্ত।

RAP প্রস্তুতের মেথডোলজিঃ

প্রকল্পের প্রস্তুতির সময় Right-of-Way (RoW) জুড়ে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে একটি শুমারি ও Inventory of Loss (IoL) সার্ভে চালানো হয়। শুমারি এবং inventory of loss (IoL) সার্ভে বিভিন্ন পক্ষের সাথে পরামর্শ, দলগত আলোচনা এবং Market Survey এর সমন্বয়ে সম্পাদন করা হয়। এই শুমারি এবং আর্থ-সামাজিক সার্ভের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ খানা এবং স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত তালিকা করা; প্রভাবিত খানাগুলোর একটি আর্থ-সামাজিক প্রোফাইল তৈরি করা এবং তাদের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা। জরিপটি পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের একটি বেঞ্চমার্ক হিসেবেও কাজ করবে।

প্রকল্পের প্রভাব (Impacts)ঃ

সাবস্টেশন নির্মাণের প্রকল্পের জন্য কেরানীগঞ্জ উপজেলার ৩০০ ডেসিমাল ব্যাক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন। কোন আবাসিক স্থাপনা প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের কারনে কোন মানুষের স্থানচ্যুতি ঘটবে না। প্রকল্পের দ্বারা কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ক্ষতিগ্রস্থ জমিগুলো মালিকানা প্রায় ১৯ টি খানার এবং তারা এই জমি চাষাবাদ করে থাকে। এই খানাগুলোর মধ্যে খানার বার্ষিক আয় বিবেচনায় ২ টি ঝুঁকিপূর্ণ খানা এবং ১১ টি খানা প্রকল্পের দ্বারা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কারন তাদের মোট জমির ৪০% বা তার বেশি এই প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহন করা হবে। অন্যদিকে প্রকল্পের সাবস্টেশন নির্মাণকাজে কোন CPR ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ খানাসমূহের প্রোফাইলঃ

ক্ষতিগ্রস্ত ১৯ টি খানা সদস্য সর্বমোট ১০৬ জন ব্যাক্তি যারা এই প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে যাতে গড়ে প্রতি খানায় ৫.৫৮ সদস্য আছে এবং তা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেয়া তথ্যমতে (২০১১) জাতীয় গড় প্রতি খানা সদস্য (৪.৩৫) এর প্রায় কাছাকাছি। বয়স-লিঙ্গ অনুপাত দেখায় যে অধিকাংশ আক্রান্ত মানুষ ৩০-৫৯ বয়স সীমার মধ্যে। ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সবাই মুসলিম এবং এই খানাগুলোতে পুরুষদের শিক্ষার হার নারীদের তুলনায় বেশী।

পরামর্শ এবং অংশগ্রহনঃ

বিশ্ব ব্যাংক Operational Policy 4.12 অনুযায়ী, বিভিন্ন পক্ষের সাথে পরামর্শ এবং তাদের অংশগ্রহন পুনর্বাসন প্রকল্পের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অংশগ্রহণমূলক আলোচনা প্রকল্প এবং কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। একারনে, এই পুনর্বাসন প্রকল্পে বিভিন্ন পক্ষের সাথে পরামর্শ এবং তাদের অংশগ্রহণের জন্য যত্নসহকারে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় একটি আনুষ্ঠানিক পরামর্শ সভা এবং তিনটি এফ,জি,ডি করা হয়েছে। এছাড়া, শুমারির সময় কিছু অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ সভা করা হয়েছে। পার্টিসিপেটরি র‍্যাপিড এপ্রাইসাল (পি,আর,এ) এর মাধ্যমে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে। মুখ্য এবং গৌণ উভয় পক্ষকে ব্যাক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে খবর দেয়া হয়েছে (জমির মালিককে জানানোর মাধ্যমে, ফোন করার মাধ্যমে ইত্যাদি)। পরামর্শ সভার মূল লক্ষ্য ছিল- (ক) প্রোজেক্টের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কেই সমাজ ও বিভিন্ন পক্ষকে জানানো এবং (খ) নিজেদের জীবিকা ও সামাজিক জীবনে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত অন্তর্ভূক্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ সভায়, শুমারিতে এবং IoL সার্ভেতে নারী অংশগ্রহণকারীদের আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক সভাগুলো জমির মালিক ও নারীদের মধ্যে আয়োজন করা হয়েছে কারন তারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত। এদের বাইরে, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যাক্তি, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানুষের মতামত নেয়া হয়েছে এবং বিবেচনা করা হয়েছে।

আইনি এবং নীতিমালা ফ্রেমওয়ার্কঃ

বাংলাদেশ সরকারের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের জন্য কোন জাতীয় নীতিমালা নেই। বাংলাদেশে জনস্বার্থের প্রয়োজনে অবকাঠামোগত প্রকল্পের জন্য বিশেষ ধরনের/বিশেষায়িত আইন (Eminent Domain Law) এর মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। যাই হোক, বাইরের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার প্রকল্প অনুযায়ী আলাদা জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন পলিসি গ্রহন করে। এই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহনের আইনি ও নীতিমালার কাঠামো বাংলাদেশ সরকারের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনগুলো এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর পলিসি (ওপি ৪.১২) অনুসারে করা হয়েছে।

সবক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) অধিগ্রহণ নোটিস (অর্ডিন্যান্স এর সেকশন ৩ অনুযায়ী) পাঠানোর দিনে অধিগৃহীত জমির বাঁজার মুল্য নির্ধারণ করবে এবং মুল্যায়িত দামের ৫০% প্রিমিয়াম যোগ করবে। জমির জন্য দেয়া সি,সি,এল সাধারণত বাজারমুল্যের থেকে কম হয়, কারন রীতিগত ভাবে জমির মালিকরা জমির দাম কম বলে থাকে উচ্চ আয়কর এবং রেজিস্ট্রেশন ফি এড়ানোর জন্য। যদি জমিতে কোন বৈধ লিখিত চুক্তি আছে এমন বর্গাচাষীর শস্য থাকে তাহলে আইন অনুযায়ী তাকে নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উপাসনার স্থান, কবরস্থান, এবং শ্মশান এর জমি কোন কারণেই অধিগ্রহণ করা যাবে না। ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরকারকে শুধুমাত্র অধিগ্রহণ করা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পূর্বেই কোন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জমি যা থেকে খানা ও মানুষ সরে গিয়েছে এবং/অথবা সরকারী খাস জমি এই অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার মধ্যে পরে না, তার জন্য সরকার আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিবে না।

জীবিকার উপর প্রভাব এবং ঝুঁকিসমূহঃ

ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই প্রধানত কৃষক এবং কৃষিজমির মালিক। প্রকল্প এলাকায় মানুষের গড় আয় জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে কম এবং এদের মধ্যে অনেকে জাতীয় দারিদ্র পীরিত খানার ঘনত্বের গড়ের উপরে। ঝুঁকির মধ্যে থাকা পেশার অবস্থা প্রায় একই রকম কারন প্রকল্প এলাকার মানুষের socio-demographics প্রায় একই রকম (নিম্ন আয়, প্রাথমিকভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত, ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ইত্যাদি ক্ষেত্রে)। যেহেতু প্রোজেক্ট আক্রান্ত মানুষের কোন স্থানচ্যুতি নেই তাই প্রকল্পের দ্বারা জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হবে খুবই সীমিত। পিজিসিবি শুধুমাত্র সেসব স্থানই নির্বাচন করেছে যেখানে কোন ভিটামাটি নেই। অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ যারা মূলত কৃষিকাজ করেন কৃষিজমির মালিক। যাইহোক, জনগনের উপর প্রকল্পের প্রভাব সর্বনিম্ন হবে এবং খুব কম মানুষ জমি অধিগ্রহনের জন্য তাদের উৎপাদনশীল সম্পদের ২০% এর বেশী হারাবে। তাই প্রত্যাশিত নেতিবাচক প্রভাব সীমিত- (১) স্বল্প মেয়াদে আয় হারানো, (২) জীবিকায় ও সামাজিক জীবনে ভাঙ্গন। প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব- (১) অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ, এবং (২) প্রকল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পায়ন। যদিও এটা ঠিক যে জমি অধিগ্রহনের পরিমাণ কম এবং তা ক্ষতিগস্থদের জীবিকায় সামান্য প্রভাব ফেলবে, তবুও এই এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ খানার মধ্যে ১১ টি খানা তাদের জমির ৪০% এর বেশী হারাবে। বিশ্ব ব্যাংকের ওপি ৪.১২ অনুযায়ী যদি বাকি জমি ব্যবহার অযোগ্য হয় তাহলে সরকারকে সব জমিই

অধিগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এই ১১ খানার বাকি জমি ব্যবহার অযোগ্য নয় এবং ক্ষতিগ্রস্থরাও এই জমি দিতে ইচ্ছুক না বিধায় সরকারকে এই জমি অধিগ্রহণ করতে হবে না।

অভিযোগ প্রতিবিধান কৌশলঃ

প্রকল্পের শুমারি এবং IoL সার্ভে করা হয়েছে যাতে শতভাগ প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ তাদের ক্ষতির পরিমানসহ তালিকাভুক্ত হয়, কিন্তু তারপরেও প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সময়ের পার্থক্য এবং কিছু অনিবার্য কারনে কিছু অধিবাসীর ক্ষোভ/অভিযোগ থাকবে। অভিযোগ প্রতিবিধান করে দেয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর জন্য এই প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি অনুসরন করবে যাতে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সময়ের পার্থক্যর কারনে অভিযোগ নূন্যতম হয়। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ ও সমাজ অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের আপত্তি অভিযোগ প্রতিবিধান কমিটির (GRC) কাছে দেবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তির জমি সংক্রান্ত ও নির্মাণ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তে বা কার্যক্রমে দ্বিমত থাকলে GRC কমিটির কাছে আপিল করতে পারবে। ক্ষতিগ্রস্থদের তাদের অধিকার ও অভিযোগ করার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল করা হবে (পরামর্শ, সার্ভে এবং ক্ষতিপূরণ দেবার সময় লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ সম্পর্কে)। প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে যথেষ্ট সতর্ক থাকা হবে এবং ক্ষোভ/অভিযোগ এড়ানোর জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আগাম জানানো ও পরামর্শ করা হবে। জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন (এল,এ,আর) ডিজাইন এর মাধ্যমে, সকল ক্ষতিগ্রস্থর সম্পূর্ণ অংশগ্রহন এবং পরামর্শ নিশ্চিত করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, পিজিসিবি ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় এর মাধ্যমে একটি সফল পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হবে।

বাস্তবায়নের ব্যাবস্থাসমূহঃ

পিজিসিবি হচ্ছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্তণনালয়ের অধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি এন্টারপ্রাইজ যা এই প্রকল্পের প্রাথমিক সরকারী পক্ষ যারা বিশ্ব ব্যাংক এর সাথে সকল বিষয়ে যোগাযোগ করবে। পিজিসিবি এই প্রকল্পের সকল গবেষণা, ডিজাইন, এবং বাস্তবায়নের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটা একই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে অপারেশন এবং মেইন্টেনেন্স (O&M) এর জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া উৎসাহিত করে। এই প্রকল্প Rural Electricity Transmission and Distribution (T&D) প্রকল্পের অধীনের Grid Substations and Transmission Lines for Rural Electrification" (ECGSTLP) এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। পিজিসিপি MoPEMR এর নির্দেশনা ও বাংলাদেশ সরকারের উপদেশ অনুযায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বাইরের ও দেশের উৎস হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। পিজিসিবি এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর (পিডি) এর অধীনে একটি প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PMU) এর মধ্যেই RAP সহায়তা বণ্টনে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের (আয় ফিরিয়ে দেয়া সহ) জন্য গঠন করা হয়েছে। পিজিসিবি জমি অধিগ্রহনের জন্য ডিসিদের সাথে একত্রে কাজ করবেন।

মনিটরিং এবং ইভালুয়েশনঃ

RAP বাস্তবায়নে Monitoring and evaluation (M&E) অন্যতম উপাদান। পদ্ধতিগুলোর মাঝে পর্যবেক্ষণ হল স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতি। এর মধ্য দিয়ে প্রোজেক্ট এর মাঝামাঝি সময়ে প্রদত্ত ইনপুট, পরিবর্তিত ইনপুট সম্পর্কে জানা যায় এবং প্রয়োজনে প্রোগ্রামটি যথা সময়ে/যথাযথ রাখতে প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। নির্দিষ্ট অভীষ্টপূরণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য Monitoring and evaluation (M&E) পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য পুরনে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে Monitoring and evaluation (M&E) সাহায্য করে। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ সময় পি,আই,ইউ কে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে। প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব অনুযায়ী যথাযথ পর্যবেক্ষণ করা হবে। এর সাথে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে ক্ষতিপূরণের দেয়া ও অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের হিসাব রাখতে ক্লায়েন্ট পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। পরিবর্তন এবং ভিন্নতা নিরূপণের জন্য M&E approach কিছু উপযুক্ত সূচক চিহ্নিত করবে এবং এর উপর তথ্য সংগ্রহ করবে। একই সাথে M&E কার্যক্রম বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহন নিশ্চিত করবে, বিশেষ করে আক্রান্ত ব্যাক্তি, নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। এই প্রক্রিয়া প্রভাব নিরূপণে আলাদা আলাদা ফরমাল ও ইনফরমাল সার্ভে করবে। M&E প্রক্রিয়া পুনর্বাসনের দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রভাব ও স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করে যা ভবিষ্যৎ পলিসি প্রনয়নে ভূমিকা রাখে।

বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থা (INGO) একটি মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করবে কাজের অগ্রগতি ও সমস্যাগুলো নিয়ে। একই সাথে পরবর্তী মাসের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। পি,আই,ইউ অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের উপর পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুমোদনের সময় নির্ধারিত পর্যবেক্ষণ সূচকগুলোর আলোকে একটি ত্রৈমাসিক রিপোর্ট তৈরি করবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সংশোধনী পদক্ষেপ নেবে। প্রোজেক্ট বাজেটে সকল অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক পুনর্বাসন পর্যবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভূক্ত আছে।